শরৎচন্দ্রের

আঁধারে আলো

12-4-57

কাননদেবী প্রযোজিত শ্রীমতী পিকচার্সের নিবেদন

শ্রীমতী পিকচার্সের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

আঁধারে আলো

প্রযোজনা : কানন দেবী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : হরিদাস ভট্টাচার্য্য

সুরসৃষ্টি : জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। অতিরিক্ত সংলাপ : সজনীকান্ত দাস

গীত-রচনা : শ্যামল গুপ্ত। আলোকচিত্র : জি, কে, মেহতা। শব্দগ্রহণ : দেবেশ ঘোষ

সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। শিল্প-নির্দেশ : সত্যেন রায়চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা : অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী

মঞ্চনির্মাণ : সুবোধ দাস। আলোকসম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য

স্থিরচিত্র : ফটো আর্টস। পরিচয়-লিখন : দিগেন স্টুডিও

প্রচার পরিচালনা : অনুশীলন এজেন্সী (প্রাইভেট) লিমিটেড

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওজ্ (প্রাইভেট) লিঃ-এ আর, সি, এ ও স্ট্যান্সিল্ হফম্যান

শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাইভেট লিঃ-এ পরিস্ফুটিত

॥ সহকারী ॥

পরিচালনা : শচীন মুখার্জি, দিলীপ মুখার্জি, তরুণ মজুমদার ও তপেশ্বর প্রসাদ

আলোকচিত্র : গৌরা মল্লিক, সৌমেন্দু রায় ও কৃষ্ণধন চক্রবর্তী

শব্দগ্রহণ : জ্যোতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও বিষ্ণু পরিধা

সম্পাদনা : তপেশ্বর প্রসাদ ও হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনা : রবীন মুখার্জি

রূপসজ্জা : অনন্ত দাস, ভীম নস্কর, পরেশ দাস

আলোক-সম্পাত : ভবরঞ্জন, অনিল, কেষ্ট

পরিবেশক : **নারায়ণ পিকচার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড**

● রূপায়ণে ●

সুমিত্রা দেবী

বসন্ত চৌধুরী ॥ বিকাশ রায়

যমুনা সিংহ ॥ নীলিমা দাস ॥ পদ্মা দেবী

ভানু বন্দ্যোঃ ॥ জীবেন বসু

অমর মল্লিক ॥ তুলসী চক্রঃ ॥ শ্যাম লাহা

অজিত চট্টোঃ ॥ খগেন পাঠক

অনাদি বন্দ্যোঃ ॥ শৈলেন মুখার্জি ॥ পান্নালাল

ও শ্রীমান বুলু প্রভৃতি

● নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীতে ●

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও মানব মুখোপাধ্যায়

● যন্ত্র-সঙ্গীতে ●

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ (হারমোনিয়াম ও তবলা)

মহম্মদ সাগীরুদ্দিন (সারেঙ্গী)

পণ্ডিত গোপালকিষণ (বিচিত্রবীণা)

দক্ষিণা মোহন ঠাকুর (তড়িৎবীণ)

ভি, বালসারা (অর্গান)

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (স্বরোদ)

এবং

সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

ও তৎসহ আরো অনেকে

আমার নাম বিজলী। পেশায় বাইজী। এই একটি মাত্র অপরাধে আমার জীবনের সব অমৃত গরল হয়ে গেল।

আমার এই অভিশপ্ত জীবনের বালুকাবেলায় প্রতি সন্ধ্যায় কত অবাঞ্ছিত অতিথির পদচিহ্ন পড়েছে। মিথ্যে ভালোবাসার অভিনয় করে দিনের পর দিন এদের নিজেকে বঞ্চনা করেছি। বাইরের জৌলুষ আর চাকচিক্যের আড়ালে আমার যে সত্যিকারের সত্বা - সেই সত্বার গলা টিপে এতদিন তাকে কলঙ্ক আর পাপের অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু একদিন হঠাৎ আমার জীবনের অন্ধকার দিগন্তে আলোর ছোঁয়া লাগল। গঙ্গার ঘাটে নাইতে গিয়ে একজনের চোখের আলোয় আমি খুঁজে পেলাম আমার সত্যিকারের পরিচয়। আমার জীবনের অসংখ্য মিথ্যে-ভালোবাসার আলেয়াকে অতিক্রম করে এক সত্য- ভালোবাসার ধ্রুবতারা জ্বলে উঠলো।

কিন্তু এই সব লব্ধ আনন্দের মর্ম ভেদ করে বেদনার এক করুণ রাগিনী অহরহ আমার মনে বাজতে লাগলো। আশঙ্কা হল, যখন আমার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাবে, তখন এই ক্ষণিকের স্বপ্ন বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাত সইতে পারবে কি?

আমার সেই আশঙ্কা যে কত সত্যি, তার প্রমাণ পাবার জন্য বেশীদিন অপেক্ষা করতে হল না। একদিন রাতে আমার মহফিলখানা যখন সুরাপাত্রের ঝঙ্কারে, সুরাপায়ীদের উল্লাসে আর নূপুরের নিক্কনে ভরে উঠেছে, এমন সময় হঠাৎ দরজা খুলে গেল। চেয়ে দেখি, বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি। বিস্ময়ে, ঘৃণায় আর বেদনায় তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। আর সেই মুখের প্রতিটি রেখায় আমার জীবনের চরম সর্বনাশের কথা লেখা।

বহু মিনতি করে, অনেক চোখের জল ফেলেও সেদিন তাঁকে ফেরাতে পারিনি। আমার বাইরের চেহারাটা দেখেই তিনি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। তবুও মনে মনে আজো প্রার্থনা করি, আজীবন অপরাধে মগ্ন থেকেও যে ভালোবাসাকে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য বলে বিশ্বাস করেছি, তাঁকে অবিশ্বাস করে তিনি যেন অপরাধী না হন। সব মানুষের অন্তরেই ভগবানের মন্দির আছে। সব মন্দিরে দেবতার পূজা হয় না বটে, তবুও তিনি দেবতা। তিনি হয়তো প্রণাম না পেতে পারেন, কিন্তু তাঁকে মাড়িয়ে যাওয়াও চলে না! ...

গান

(১)

পিয়া বিনা নাহি নিদ আঁখিপাতে
পথ চেয়ে জাগি আজি মধুরাতে।
মিলনের ফুলমালা
বিরহে যে হ'ল জ্বালা,
গুমরিয়া হিয়া মম কাঁদে বেদনাতে॥

(২)

আমার জীবনে আজ
একি অজানা ছোঁয়া লাগে।
একটি নিমেষ কেন
চির-বসন্ত হয়ে জাগে॥
মনে মনে শুনি বহুদূরে,
মিলনের বেণু বাজে সুরে,
ধরণী যে মোর এত সুন্দর
কে জানিত আগে॥
বুঝি না তো ওগো কার লীলা এ,
একটি শিখায় শত দীপশিখা
মোর দিল মিলায়ে।

এ হৃদয় যেন অগোচরে,
অমরার সুধারসে ভরে,
মায়ার বাঁধন জড়ালো যে
একি অনুরাগে॥

(৩)

সখিরে—
যে বঁধু লাগিয়া, রজনী জাগিয়া
বহিনু জীবন ভার,
শুভখনে বিধি মিলালো সে নিধি
পরশ পেলেম তার।
লয়ে পরাণ-কুসুম ডালা—
আরাধনা ছলে বনমালী গলে
পরাবো মিলন-মালা।
রাঙা পদে তারি ঢালি আঁখিবারি
মুছাবো কাজল কেশে,
তনুর প্রদীপে পিয়ার সমীপে
আরতি করিব এসে।
সখিরে, সখি—
কহিও বঁধুর কানে,
বিনা কানু তার অভাগিনী আর
কিছু নাহি মনে জানে।
হৃদয়-রতনে হৃদয়ে যতনে
রাখিল অবলা বালা,
শতযুগে তবু মিটিল না কভু
কেন এ হৃদয়-জ্বালা।
সখি, কহিও বঁধুর কানে—

(৪)

সখি কহিও বঁধুর কানে—
বিনা কানু তার অভাগিনী আর
কিছু নাহি মনে জানে।
নিঠুর নিয়তি করিল এমতি
জনম-দুখিনী যারে,
এত সাধ আশা এত ভালবাসা
কেন দিল বিধি তারে।

যবে পরাণ দীপের আলো—
সহসা নিভৃতে জ্বলিয়া চকিতে
ঘুচালো আঁধার কালো।
হেরি আঁখি তুলে জীবন দেউলে
শূন্য বেদিকা কাঁদে,
দেবতা যে হায় নিয়েছে বিদায়
অজানিত অপরাধে।

তবু এই শেষ অনুনয়—
মরণের ক্ষণে যেন তব সনে
একবার দেখা হয়।

তোমারি চরণে তোমারি স্মরণে
যাহা কিছু আছে মম,
সঁপি দিয়া সব-ই ক্ষমা যেন লভি
ওগো অন্তরতম।

(৫)

খেয়াঘাটে একলা বসে আছি
ওপার থেকে কখন আসে তরী
বিদায়-বাঁশী দিকনা এবার ওগো
সন্ধ্যাবেলার করুণ তানে ভরি।

সারা জনম দুখের বোঝা লয়ে
দিনের পরে গিয়েছে দিন বয়ে
ক্ষণিক ভুলে যা দিয়েছ তুমি
আজ সে আমার শেষ পারানির কড়ি॥

জীবনের মোর আশার তরুছায়া
হয়ে গেছে ব্যথার মরুমায়া
চাওয়া পাওয়ার হিসেব নিয়ে মিছে
চেয়ে দেখে কি হবে আর পিছে
যে খেলাঘর ভাঙলো আঘাত পেয়ে
পারব না তা আর তো নিতে গড়ি॥

নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৬৩নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

আমাদের পরিবেশনায়
আরো তিনটি যুগান্তকারী ছবি !

নারায়ণ ফিল্মস্ প্রোডাক্সন্সের

শ্রীশ্রীমা

শ্রেষ্ঠাংশে : অনুভা – গুরুদাস
পাহাড়ী - সরযূ - নীতিশ - প্রণতি - রাণীবালা প্রভৃতি
পরিচালনা : কালিপ্রসাদ ঘোষ
সুর : অনিল বাগচী

●

সি এ পি নিবেদিত

অন্তরীক্ষ

শ্রেষ্ঠাংশে : কাজল চ্যাটার্জী – প্রবীরকুমার
ছবি বিশ্বাস – পদ্মা দেবী – কালী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি
পরিচালনা : রাজেন তরফদার
সুর : আলী আকবর খাঁ

●

অরুণিমা পিকচার্সের

খেলা ভাঙার খেলা

শ্রেষ্ঠাংশে : সুমিত্রা দেবী – বসন্ত চৌধুরী
সবিতা - ছবি - কমল - চন্দ্রাবতী - কালী প্রভৃতি
পরিচালনা : রতন চট্টোপাধ্যায়
সুর : অনিল বাগচী

একমাত্র পরিবেশক

নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩